অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি—বাচ্যার্থ হতে ব্যঙ্গ্যার্থের উদ্ভবের ক্রম সেখানে লক্ষ্য করা যায় না (সংলক্ষ্য হয় না) তাকে অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি বলে। ক্রম কথাটির অর্থ পৌর্বাপর্য; ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Sequence. কাব্যপাঠক প্রথমে বাচ্যার্থ বোঝেন পরে বোঝেন ব্যঙ্গ্যার্থ। শ্যামাপদ চক্রবর্তী লিখছেন—'সময় ব্যবধান যতই কম হোক্, তবু আছেই একটু। কাজেই ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য না মানলে উপায় নেই। তবে রসধ্বনির বেলায় পাঠকের বাচ্যার্থ প্রতীতি মাঝখানে বিশ্রাম না দিয়ে এমন রন্ রন্ করে ছুটে চলে যায় যে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীতিতে ক্রম থাকলেও তা লক্ষ্য করা যায় না। তাই রসধ্বনি অসংলক্ষ্য ক্রমধ্বনি।'

আনন্দবর্ধন কুমারসম্ভব মহাকাব্যের বসন্তপুষ্পাভরণে সজ্জিতা উমার তপোবনে আগমন, পুষ্পধনু মদনের শর নিক্ষেপ, কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্য্য হরের উমামুখের প্রতি দৃষ্টিপাত প্রভৃতি বর্ণনাকে অসংলক্ষ্য ক্রমধ্বনির উদাহরণ বলে অভিহিত করেছেন।

কাব্যপাঠমাত্রই বিভাব অনুভাব ইত্যাদি পাঠকবৃন্দের অন্তঃকরণে এমন ভাবে রসসঞ্চার করে যে রসোদ্বোধের ক্রম কাল পারম্পর্য্য দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় না।

সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি—বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীতি পর্য্যন্ত যার ক্রম সম্যক্‌ভাবে লক্ষিত হয় তাকে বলা হয় সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি। এখানে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ প্রতীতি একই কালে হয় না। অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের মতো এখানেও বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ অনেক বেশী রমণীয়। আনন্দবর্ধন যে শ্লোকটিকে সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্যর উদাহরণরূপে ব্যাখ্যা করেছেন তা হলো—

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥

পার্বতী কর্তৃক লীলা কমলের পত্রগণনা এই কবিতাটির বাচ্যার্থ। এখানে মনোহারিত্ব কিছুই নেই। কিন্তু তাৎপর্য্য হলো ঋষি অঙ্গিরা হরের সঙ্গে পার্বতীর পরিণয় প্রস্তাব আনলে পার্বতী কুমারীসুলভ লজ্জাকে পিতার সম্মুখে গোপন করে, তিনি যেন কিছু শুনছেন না, অন্য কাজে মন দিয়েছেন এরূপ একটি ভাব দেখানোর চেষ্টা করছেন। এখানে লীলাকমলের পত্রগণনার দ্বারা পূর্বরাগের লজ্জারূপ ব্যঙ্গ্যার্থ ধ্বনিত হয়েছে—

অত হি লীলাকমলপত্রগণনমুপসর্জনীকৃতস্বরূপম্—অর্থান্তরম্ ব্যভিচারিভাব লক্ষণং প্রকাশয়তি। (ধ্বন্যালোক বৃত্তি) ২।২৯

ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীতির ক্রমটি এখানে সংলক্ষ্য এবংবাচ্যার্থ অপেক্ষা অধিক মনোহারী হয়েছে। পূর্বরাগের লজ্জা এখানে ব্যভিচারী ভাব। স্থায়ীভাব রতি।

সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্যধ্বনির উদাহরণরূপে রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার নববর্ষা থেকে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

সুদূর গগনে কাহারে সে চায়?
ঘট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়?

Scanned with CamScanner